পল্লী প্রগতি প্রকল্প

প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত
পরিপত্র

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

নভেম্বর, ২০০২

পল্লী প্রগতি প্রকল্প

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

স্মারক নং- পপ্রপ্র/৩২/২০০২/৪৮ তারিখ ঃ ভাদ্র ৩, ১৪০৯ / আগষ্ট ১৮, ২০০২

পরিপত্র

বিষয় ঃ পল্লী প্রগতি প্রকল্প বাস্তবায়ন।

সরকার পল্লী প্রগতি প্রকল্প নামে একটি দারিদ্র্য বিমোচনমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। প্রকল্পটি দেশের ৪৬৫টি উপজেলার প্রতিটিতে একটি করে ইউনিয়নে অর্থাৎ মোট ৪৬৫টি ইউনিয়নে বাস্তবায়ন করা হবে। প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ১৪১০৭.৩৭ লক্ষ টাকা; এর মধ্যে ক্ষুদ্র ঋণ/ক্ষুদ্র উদ্যোগ ঋণ বাবদ ১১৫০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের সংস্থান রাখা হয়েছে। প্রকল্পের ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক (বিকেবি) এবং রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক (রাকাব) এর সঙ্গে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে।

২.০ প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

২.১ পল্লী অঞ্চলে প্রাপ্ত ব্যবহারযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ ও মানবসম্পদ সমন্বিতভাবে ব্যবহার করে গ্রামাঞ্চলের সার্বিক উন্নয়ন সাধন;

২.২ ব্যাপকভিত্তিক ও বহুমূখী উৎপাদন ও বিপণন কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে পল্লী এলাকার দারিদ্র দূরীকরণ;

২.৩ সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পল্লী অঞ্চলের কৃষি, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, শিক্ষা, পরিবার কল্যাণ, পানি ও পয়ঃ নিষ্কাশন ইত্যাদিসহ সকল সেবার প্রত্যাশিত মান ও পরিমাণ নিশ্চিত করা;

২.৪ পল্লীর জনগণের মানবসম্পদ উন্নয়ন সূচক উন্নীত করে তাদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা;

২.৫ নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে পারিবারিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রসহ সকল ক্ষেত্রের কর্মকাণ্ডে মহিলাদের সম্পৃক্ততা, অংশগ্রহণ এবং কার্যকর ভূমিকা পালন নিশ্চিত করা;

২.৬ পল্লী অঞ্চলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড জোরদারকরণের মাধ্যমে গ্রাম থেকে শহরে অভিগমণের প্রবণতা বন্ধ করা।

২.৭ স্থানীয় সরকারসমূহের সহযোগিতায় গ্রামাঞ্চলে স্বনির্ভর অর্থনীতি সুনিশ্চিত করা।

৩.০ **প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রমসমূহ ঃ**

৩.১ দেশের ৪৬৫টি উপজেলার প্রতিটিতে একটি করে ইউনিয়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হবে; তাই সর্বপ্রথম প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ইউনিয়নসমূহ চিহ্নিত করা হবে।
(ইউনিয়ন নির্বাচন পদ্ধতি অনুঃ ৫-এ দ্রষ্টব্য)

৩.২ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত ইউনিয়নে পরিবারভিত্তিক জরীপ পরিচালনা করে প্রতিটি পরিবারের প্রাপ্ত সম্পদ ও জনবল চিহ্নিত করা হবে এবং সেগুলোর সুসমন্বিত ব্যবহারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

৩.৩ গ্রামভিত্তিক গ্রুপ গঠন করে গ্রুপ সদস্যগণকে স্ব স্ব যোগ্যতা ও সামর্থ্য অনুযায়ী উৎপাদনমূখী কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত করার জন্য তাদেরকে আয়বর্ধক কার্যক্রম পরিচালনায় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।
(গ্রুপ গঠন সংক্রান্ত বিষয়ে বিস্তারিত অনুঃ ৬-এ দ্রষ্টব্য)

৩.৪ সুফলভোগীদেরকে আয়বর্ধক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক (বিকেবি)/রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক (রাকাব)-এর মাধ্যমে ক্ষুদ্র ঋণ/ক্ষুদ্র উদ্যোগ ঋণ প্রদান করা হবে। পাশাপাশি গ্রুপ সদস্যগণ সাপ্তাহিক সঞ্চয়ের মাধ্যমে নিজস্ব মূলধনও গড়ে তুলবেন।
(ঋণ কার্যক্রম সংক্রান্ত বিষয়ে বিস্তারিত অনুঃ ৭-এ দ্রষ্টব্য)

৩.৫ প্রকল্প এলাকায় মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, পরিবার কল্যাণ, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন প্রভৃতি ক্ষেত্রে উপযুক্ত মানসম্মত সেবা যাতে সঠিক পরিমাণে এবং যথাসময়ে সুফলভোগীদের নিকট পৌছায় তা নিশ্চিত করা হবে।

৪.০ প্রকল্প বাস্তবায়ন কৌশল ঃ

৪.১ প্রকল্পটি বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের (বিআরডিবি)-এর প্রকল্প হিসাবে বাস্তবায়িত হবে।

৪.২ মাঠ পর্যায়ে বিআরডিবি-র কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজে ঘনিষ্টভাবে জড়িত থাকবেন।

৪.৩ একজন প্রকল্প পরিচালক ও একজন উপ প্রকল্প পরিচালকসহ স্বল্প সংখ্যক জনবলবিশিষ্ট একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিস (বিআরডিবি-র সদর দপ্তরে অবস্থিত) প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রম তদারকী করবে।

৪.৪ প্রকল্পের দিক নির্দেশনা, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য নিম্নোক্ত চারটি কমিটি কাজ করবে ঃ

৪.৪.১ গ্রাম কমিটি

৪.৪.২ ইউনিয়ন কমিটি

৪.৪.৩ উপজেলা কমিটি

৪.৪.৪ আন্তঃমন্ত্রণালয় ষ্টিয়ারিং কমিটি

কমিটিসমূহের গঠন ও কার্যপরিধি (TOR) সংযোজনী ১, ২, ৩ ও ৪ এ দেয়া হ'ল।

৪.৫ সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা অতি সত্বর তাঁর উপজেলার প্রকল্প এলাকার গ্রাম ও ইউনিয়ন কমিটিসমূহ গঠন করে প্রকল্প পরিচালককে অবহিত করবেন। একাজে উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা, বিআরডিবি সহায়তা প্রদান করবেন।

৪.৬ ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজে সহায়তা করার জন্য প্রতি ইউনিয়নে ২ (দুই) জন গ্রাম সংগঠক থাকবে।

(গ্রাম সংগঠক সংক্রান্ত বিস্তারিত অনুঃ ৮-এ দ্রষ্টব্য)

৪.৭ প্রকল্পের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের স্বার্থে প্রকল্পের সুফলভোগী, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দ, জাতীয় পর্যায়ের জনপ্রতিনিধিবৃন্দ, বিভিন্ন জাতিগঠনমূলক ডিপার্টমেন্টের কর্মকর্তাবৃন্দ (যাঁরা প্রকল্পের কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট) এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত ব্যক্তিবর্গকে প্রকল্প সম্পর্কে অবহিতকরণ/প্রশিক্ষণ প্রদান করে তাঁদেরকে প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় ওতপ্রোতভাবে জড়িত করা হবে।

৪.৮ প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড), কুমিল্লা এবং পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া-এর সহায়তায় বাস্তবায়িত হবে।

(প্রকল্পের প্রশিক্ষণ নীতিমালা, কোর্স কারিকুলাম, প্রশিক্ষণ শিডিউলসহ প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি আলাদাভাবে জারী করা হবে)।

৫.০ ইউনিয়ন নির্বাচন ঃ

৫.১ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য নিম্নবর্ণিত বৈশিষ্টসমূহ বিবেচনা ও অনুসরণ করে ইউনিয়ন নির্বাচন করতে হবে ঃ

৫.১.১ যে ইউনিয়নের জনগণ তুলনামূলকভাবে দরিদ্র ও অবহেলিত;

৫.১.২ যে ইউনিয়নের জনগণ কৃষির উপর তুলনামূলকভাবে অধিক নির্ভরশীল;

৫.১.৩ বেসরকারী প্রতিষ্ঠান বা অন্যান্য সংস্থার দারিদ্র্য বিমোচনমূলক কর্মকাণ্ড যে ইউনিয়নে নেই অথবা অপেক্ষাকৃত কম;

৫.১.৪ ইউনিয়নে উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণের সুবিধার্থে যোগাযোগ ব্যবস্থা মোটামুটি সন্তোষজনক;

৫.১.৫ যে ইউনিয়নে নবনির্মিত ইউনিয়ন কমপ্লেক্স আছে, অন্য সব শর্ত পূরণ করলে, সে ইউনিয়নকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে;

৫.১.৬ যে ইউনিয়নে বিবেবি/রাকাব-এর শাখা আছে, সে ইউনিয়নকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

৫.২ ইউনিয়ন নির্বাচনের জন্য পূর্বোক্ত বৈশিষ্টসমূহ বিবেচনায় রেখে প্রকল্পের উপজেলা কমিটির অনুমোদন নিয়ে প্রতি উপজেলায় একটি করে ইউনিয়ন নির্বাচন করে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালককে অবহিত করবেন।

৫.৩ নির্বাচিত ইউনিয়নের নাম অতি সত্বর প্রকল্প পরিচালককে জানাতে হবে।

৬.০ গ্রুপ গঠন ঃ

৬.১ প্রকল্পের আওতায় সুফলভোগীদের আনুষ্ঠানিক/অনানুষ্ঠানিক গ্রুপ গঠন করা হবে।

৬.২ ধর্ম, গোষ্ঠী, পেশা নির্বিশেষে গ্রামের প্রতিটি পরিবারকে এ সকল গ্রুপের আওতায় আনা হবে।

৬.৩ প্রতিটি গ্রামে তিন ধরণের গ্রুপ গঠন করা হবে, যথা– ভূমিহীন ও বর্গাচাষীদের গ্রুপ; প্রান্তিক, ক্ষুদ্রচাষীদের গ্রুপ; এবং মহিলাদের গ্রুপ। এ গ্রুপসমূহ যথাসম্ভব সমমনা এবং নিকটবর্তী প্রতিবেশীদের নিয়ে গঠিত হবে।

৬.৪ প্রতিটি গ্রুপের সদস্য সংখ্যা হবে ২০-৩০ জন।

৬.৫ বিআরডিবি-র মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা এবং গ্রাম সংগঠকগণ যৌথভাবে গ্রুপসমূহ গঠন করবেন।

৬.৬ প্রত্যেক গ্রুপের নিজস্ব একটি উপবিধি থাকবে।

৬.৭ প্রকল্পের অবশিষ্ট মেয়াদে (জুন/২০০৫ পর্যন্ত) ৪৬৫টি ইউনিয়নে প্রায় ১৩ (তের) হাজার গ্রুপ গঠন করা হবে, যার সদস্য সংখ্যা হবে প্রায় ৩,৭৫,০০০ (তিন লক্ষ পঁচাত্তর হাজার)।

৬.৮ প্রাথমিকভাবে নভেম্বর, ২০০২ মাসের মধ্যে প্রতিটি ইউনিয়নে অন্তত ১০টি করে গ্রুপ গঠন করে ইউআরডিও/গ্রাম সংগঠক সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন কমিটি এবং উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে অবহিত করবে।

৭.০ ঋণ কার্যক্রম ঃ

৭.১ প্রকল্পের ঋণ কার্যক্রম বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক (বিকেবি)/রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক (রাকাব)-এর মাধ্যমে, প্রতিষ্ঠানদ্বয়ের সঙ্গে সম্পাদিত সমঝোতা স্মারকের আলোকে, পরিচালিত হবে।

৭.২ রাকাব রাজশাহী বিভাগের ১২৭টি ইউনিয়নে এবং বিকেবি অন্য পাঁচটি বিভাগের ৩৩৮টি ইউনিয়নে ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

৭.৩ প্রকল্পের আওতায় ঋণ গ্রহণের জন্য একজন উদ্যোক্তার নিম্নরূপ যোগ্যতা থাকতে হবে ঃ

৭.৩.১ তাকে প্রকল্প এলাকাভূক্ত গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে এবং সেখানে তার একটি স্থায়ী ঠিকানা থাকতে হবে;

৭.৩.২ তাকে প্রকল্পের আওতায় গঠিত কোন গ্রুপের সদস্য হতে হবে;

৭.৩.৩ তাকে প্রাপ্তবয়স্ক এবং আয় বর্ধনমূলক কার্যাবলী পরিচালনায় সক্ষম হতে হবে।

৭.৪ কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণ খেলাপি কোন ব্যক্তি প্রকল্পের আওতায় ঋণ গ্রহণের যোগ্য বিবেচিত হবেন না।

৭.৫ একজন উদ্যোক্তা প্রকল্পের আওতায় একটি ঋণ অনাদায়ী থাকা অবস্থায় সাধারণতঃ অন্য ঋণ লাভের যোগ্য হবেন না।

৭.৬ ঋণ কার্যক্রমের জন্য উদ্যোক্তা নির্বাচনের ক্ষেত্রে নিম্নোক্তরূপ অগ্রাধিকার অনুসরণ করা হবে ঃ

৭.৬.১ প্রকল্প এলাকায় স্থায়ী ঠিকানা আছে, কিন্তু কোন জমি নেই এরূপ ব্যক্তি;

৭.৬.২ বসতবাড়ীসহ সর্বোচ্চ ০.৫০ একর জমির মালিক এবং বৎসরের অধিকাংশ সময় কায়িক শ্রম বিক্রী করে জীবিকা নির্বাহ করেন এরূপ ব্যক্তি, যার নিয়মিত আয়ের কোন উৎস নেই;

৭.৬.৩ প্রকল্প এলাকায় বসতবাড়ি আছে, এবং ০.৫১ হতে ১.৫০ একর জমির মালিক এরূপ বর্গাচাষী;

৭.৬.৪ বসতবাড়ীসহ সর্বোচ্চ ২.৫০ একর জমির মালিক ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী।

৭.৭ মহিলা প্রধানবিশিষ্ট খানা ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবে।

৭.৮ নিম্নবর্ণিত আয় বর্ধনমূলক কার্যাবলী পরিচালনার জন্য প্রকল্পের আওতায় ক্ষুদ্র ঋণ/ক্ষুদ্র উদ্যোগ ঋণ প্রদান করা হবে ঃ

৭.৮.১ হাঁস-মুরগী পালন, ছাগল-ভেড়া পালন, গরু মোটাতাজাকরণ, পুকুর বা ডোবা-নালায় মৎস্য চাষ ইত্যাদি;

৭.৮.২ এলাকার উপযোগিতা অনুযায়ী বসতবাড়ীতে বিভিন্ন ধরণের শাকসব্জী চাষ; ফলজ গাছ, ঔষধি গাছ/লতা গুল্ম, দ্রুত বর্ধনশীল গাছ (কাঠের জন্য), উপকারী বৃক্ষ, ফুল ও বাহারী গাছপালা লাগানো; মসলাজাতীয় ফসলের চাষ; নার্সারী স্থাপন; ইত্যাদি;

৭.৮.৩ অকৃষি কার্যক্রম, যেমন বাঁশ ও বেতের কাজ; সেলাই কাজ; নকশী কাঁথার কাজ; ধান ভাঙ্গানোর কাজ; মৌমাছি পালনের মাধ্যমে মধু উৎপাদন; মৃৎশিল্প; ব্লক, বাটিক ও ব্রাস প্রিন্টের কাজ; তন্তুজাত দ্রব্যাদি তৈয়ার; পাটের ব্যাগ, টেবিল ম্যাট, পাপোষ ও অন্যান্য পাটজাত দ্রব্য তৈয়ার; অক্সিডাইজড বালা, ব্রেসলেট, মুক্তার গহনা, ইমিটেশনের গহনা তৈয়ার; শীতলপাটি বুনন; মুড়ি ভাজা; চিড়া ভাজা; ইত্যাকার হস্ত ও কুটির শিল্প;

৭.৮.৪ খাদ্যসামগ্রী প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণ, রান্না করা ও আলো উৎপাদনের জন্য জৈব গ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন, উন্নত চুলার ব্যবহার, ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে উপযুক্ত শ্রমঘণ ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপন, ইত্যাদি;

৭.৮.৫ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সংক্রান্ত কার্যাবলী;

৭.৮.৬ ক্ষুদ্র ব্যবসা ব্যবস্থাপনা; এবং

৭.৮.৭ এলাকার উপযোগিতা ও উদ্যোক্তার যোগ্যতা ও সামর্থ্য অনুযায়ী বিভিন্ন সম্ভাবনাময় আয় বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড।

৭.৯ প্রকল্পের উদ্যোক্তা বাছাইয়ের প্রাথমিক দায়িত্ব গ্রাম কমিটির উপর ন্যস্ত থাকবে। গ্রাম কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে যোগ্য উদ্যোক্তাদের অনুকূলে ঋণ মঞ্জুরের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হবে, যার গঠন হবে নিম্নরূপঃ

৭.৯.১ ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান – সভাপতি

৭.৯.২ ওয়ার্ডের সংশ্লিষ্ট মহিলা সদস্য – সদস্য

৭.৯.৩ বিকেবি/রাকাব-এর শাখা ব্যবস্থাপক – সদস্য

৭.৯.৪ প্রকল্পের ইউনিয়ন পর্যায়ের মাঠ সংগঠক (২জন) – সদস্য

৭.৯.৫ পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা (আরডিও), বিআরডিবি – সদস্য সচিব

৭.১০ কমিটির দায়িত্ব/কার্যাবলী নিম্নরূপ ঃ

৭.১০.১ গ্রাম কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত উদ্যোক্তাদের নিকট থেকে প্রাপ্ত ঋণের আবেদন পত্রসমূহ পূর্বোক্ত ৭.৩ থেকে ৭.৮ অনুচেছদসমূহের আলোকে যথাযথভাবে পরীক্ষা করে যোগ্য উদ্যোক্তাদের অগ্রাধিকারভিত্তিক তালিকা প্রণয়ন করবে;

৭.১০.২ যে সকল উদ্যোক্তার আবেদনপত্র বিবেচিত হয় নাই তাদের একটি তালিকা (বিবেচিত না হওয়ার কারণ উল্লেখসহ) প্রণয়ন করবে এবং জনসাধারণের দেখার জন্য ইউনিয়ন পরিষদের নোটিশ বোর্ডে প্রদর্শন করবে;

৭.১০.৩ যোগ্য উদ্যোক্তাদের তালিকা থেকে উদ্যোক্তাদের ঋণ পাওয়ার যোগ্যতা অনুসারে ঋণের পরিমাণ নির্ধারণপূর্বক ঋণ মঞ্জুর করবে;

৭.১০.৪ ক্ষুদ্র ঋণের ক্ষেত্রে একজন উদ্যোক্তাকে ৫ (পাঁচ) হাজার টাকা থেকে ১২ (বার) হাজার টাকা এবং ক্ষুদ্র উদ্যোগ ঋণের ক্ষেত্রে ১৫ (পনর) হাজার টাকা থেকে ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা ঋণ মঞ্জুর করতে পারবে (সাধারণভাবে ক্ষুদ্র ঋণের জন্য উদ্যোক্তার নিকট থেকে কোন সহায়ক জামানত গ্রহণ করা হবে না, তবে ক্ষুদ্র উদ্যোগ ঋণের জন্য উদ্যোক্তার নিকট থেকে বিকেবি/রাকাব-এর প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী সহায়ক জামানত গ্রহণ করা হবে);

৭.১০.৫ প্রতিমাসের শেষ কার্যদিবস পর্যন্ত প্রাপ্ত ঋণের আবেদনপত্রসমূহ বিবেচনার জন্য পরবর্তী মাসের প্রথম সপ্তাহে বৈঠক অনুষ্ঠান করবে এবং দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে যোগ্য উদ্যোক্তাদের তালিকা বিকেবি/রাকাব-এর সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রেরণ করবে;

৭.১০.৬ বৈঠকে ঋণ আদায় পরিস্থিতি পর্যালোচনা করবে এবং ঋণ আদায়ের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবে।

৭.১১ ঋণ মঞ্জুর কমিটি কর্তৃক চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত উদ্যোক্তাগণকে বিকেবি/রাকাব-এর সংশ্লিষ্ট শাখা প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পাদনপূর্বক ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে ঋণ বিতরণ করবে।

৭.১২ উদ্যোক্তাগণ যাতে ঋণের অর্থ যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে ঋণ পরিশোধ করে, সে জন্য বিআরডিবির মাঠ পর্যায়ের কর্মীগণ গ্রাম সংগঠকদের সহায়তায় উদ্যোক্তাদের ঋণের অর্থের ব্যবহার তদারকি করবে এবং নির্ধারিত সময়ে ঋণ পরিশোধ নিশ্চিত করবে।

৭.১৩ প্রকল্পের আওতায় ঋণের অর্থ আদায়ের তদারকির দায়িত্ব ঋণ মঞ্জুর কমিটি পালন করবে।

৭.১৪ মেয়াদোত্তীর্ণ অনাদায়ী ঋণ আদায়ের জন্য আদালতে মামলা দায়েরের প্রয়োজন হলে বিকেবি/রাকাব মামলা দায়ের ও পরিচালনা করবে। মামলা পরিচালনার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা মুখ্য ভূমিকা পালন করবেন।

৭.১৫ উদ্যোক্তা কর্তৃক গৃহীত আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডের ধরণ অনুযায়ী মঞ্জুরীকৃত ঋণ কত কিস্তিতে বিতরণ ও কত কিস্তিতে আদায় করা হবে, তা ঋণ মঞ্জুর কমিটি নির্ধারণ করবে। তবে ঋণ গ্রহণের এক বৎসরের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে।

৭.১৬ ঋণ কার্যক্রমের যাবতীয় হিসাব বিকেবি/রাকাব সংরক্ষণ করবে। বিকেবি/রাকাব-এর সংশ্লিষ্ট শাখা প্রতিজন উদ্যোক্তার জন্য পৃথক হিসাব সংরক্ষণ করবে।

৭.১৭ ঋণের উপর শতকরা ১০ (দশ) টাকা হারে (Flat Rate) সুদ আদায় করা হবে, যার বিভাজন নিম্নরূপ ঃ

৭.১৭.১	বিকেবি/রাকাব -এর সার্ভিস চার্জ	– ৩ %
৭.১৭.২	গ্রাম সংগঠক (২ জন) -এর কমিশন	– ৪ %
৭.১৭.৩	কু-ঋণ বাবদ সংস্থান	– ১ %
৭.১৭.৪	গ্রুপ ম্যানেজারের কমিশন	– ১ %
৭.১৭.৫	গ্রুপের বিবিধ ব্যয়	– ১ %

৮.০ গ্রাম সংগঠক ঃ

৮.১ প্রকল্প এলাকার প্রতিটি ইউনিয়নে ২ (দুই) জন গ্রাম সংগঠক থাকবে।

৮.২ সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা গ্রাম সংগঠক বাছাই করবেন। এ ব্যাপারে উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা তাকে সহায়তা করবেন। নিম্নবর্ণিত যোগ্যতার ভিত্তিতে গ্রাম সংগঠক বাছাই করতে হবে ঃ

৮.২.১ প্রার্থীকে নূন্যতম এসএসসি পাশ হতে হবে;

৮.২.২ ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমে অভিজ্ঞ প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে;

৮.২.৩ মহিলা প্রার্থীদেরকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে;

৮.২.৪ প্রার্থীর মধ্যে নেতৃত্ব এবং সাংগঠনিক দক্ষতার গুণাবলী থাকা বাঞ্ছনীয়;

৮.২.৫ প্রার্থীকে পল্লীর দরিদ্র মানুষের সাথে কাজ করার মানসিকতাসম্পন্ন হতে হবে;

৮.২.৬ প্রার্থীকে সৎ, সুস্বাস্থ্যের অধিকারী, পরিশ্রমী এবং দায়িত্ব পালনে তৎপর হতে হবে।

৮.৩ গ্রাম সংগঠকের দায়িত্ব পালনের শর্তাবলী নিম্নরূপ ঃ

৮.৩.১ গ্রাম সংগঠক প্রকল্পের নিয়মিত (বেতন স্কেলে বা সাকুল্য বেতনে) নিয়োগ প্রাপ্ত কর্মচারী হবে না; তাকে সম্পূর্ণ সাময়িকভিত্তিতে নিয়োজিত করা হবে এবং সন্তোষজনক কাজের উপর তার বহাল থাকা নির্ভর করবে;

৮.৩.২ উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা গ্রাম সংগঠকের কার্যাবলী মনিটর ও মূল্যায়ন করবেন;

৮.৩.৩ সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা যে কোন গ্রাম সংগঠককে দায়িত্ব পালনে অবহেলা, অনিয়ম, অসন্তোষজনক কাজ, অসদাচরণ ইত্যাদি এক বা একাধিক কারণে ১০ (দশ) দিনের নোটিশ প্রদান করে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিতে পারবেন;

৮.৩.৪ প্রতিজন গ্রাম সংগঠক সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নে বিতরণকৃত ঋণের অর্থ কিস্তিতে সুদসহ আদায়ের ক্ষেত্রে প্রতি ১১০/- (একশত দশ) টাকায় ২/-(দুই) টাকা কমিশন পাবে, যা প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক মাসিক ভিত্তিতে পরিশোধ করা হবে।

৮.৪ গ্রাম সংগঠকের দায়িত্ব হবে নিম্নরূপ ঃ

৮.৪.১ সম্ভাব্য সুফলভোগীদের গ্রুপ গঠনে সহায়তা প্রদান করা;

৮.৪.২ নিয়মিতভাবে গ্রুপের সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা;

৮.৪.৩ আয়বর্ধক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য সুফলভোগী চিহ্নিত করা এবং সুফলভোগীগণকে এতদসংক্রান্ত প্রকল্প প্রণয়নে সহায়তা করা;

৮.৪.৪ উদ্যোক্তাগণকে ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণে সহায়তা করা;

৮.৪.৫ ঋণ পরিশোধের ব্যাপারে উদ্যোক্তাগণকে উদ্বুদ্ধ করা ও ঋণের অর্থ পরিশোধ নিশ্চিত করা;

৮.৪.৬ প্রকল্প-সংশ্লিষ্ট কাজে সুফলভোগীদের ব্যাংকিং লেনদেন পরিচালনায় সহায়তা করা;

৮.৪.৭ প্রকল্পের প্রাথমিক জরিপ ও অভিঘাত সমীক্ষা (ইমপ্যাক্ট ষ্টাডি) পরিচালনায় সহায়তা করা;

৮.৪.৮ সুফলভোগীদের জন্য জাতি গঠনমূলক দপ্তরসমূহের মানসম্মত সেবা উপযুক্ত পরিমাণে যথাসময়ে প্রাপ্তির লক্ষ্যে স্থানীয় পর্যায়ে উক্ত দপ্তরসমূহের কর্মীদের সাথে কার্যকর যোগাযোগ রক্ষা করা;

৮.৪.৯ সুফলভোগীদের উৎপাদিত পণ্য বিপণনে সহায়তা করা;

৮.৪.১০ গ্রাম কমিটি ও ইউনিয়ন কমিটির সভায় অংশগ্রহণ করা এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে উদ্ভূত সমস্যাসমূহ সভায় উত্থাপন ও আলোচনা করা;

৮.৪.১১ কর্তৃপক্ষ এবং গ্রুপসমূহের চাহিদা মোতাবেক প্রকল্প-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যাবলী সম্পাদন করা।

৮.৫ অতি সত্বর প্রতি ইউনিয়নে ২ (দুই) জন করে গ্রাম সংগঠক বাছাই করতঃ প্রকল্প পরিচালককে জানাতে হবে।

৯.০ সুষ্ঠুভাবে প্রকল্প বাস্তবায়নের স্বার্থে এই পরিপত্রে উল্লেখিত বিষয়াদি সংশ্লিষ্ট সকলকে যথাযথভাবে অনুসরণ করতে অনুরোধ করা হলো। প্রকল্পের বিভিন্ন কাজ দ্রুত সম্পাদন এবং যে সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য সময়সীমা নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে, সে সময়সীমার মধ্যে যাতে উক্ত কার্যাবলী সম্পন্ন করা যায়, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা এবং তৎপর হওয়ার জন্যও সকলকে অনুরোধ করা হলো। এ কথা উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না যে, নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে উক্ত কাজগুলি সম্পাদন করা সম্ভব না হলে প্রকল্প বাস্তবায়ন বিলম্বিত হবে এবং প্রকল্পের সুফলভোগীগণ এ প্রকল্প থেকে যথাসময়ে উপকার লাভে বঞ্চিত হবেন; আর পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র দূরীকরণের যে মহান লক্ষ্যেকে সামনে নিয়ে এই প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে, তাও অনেকটাই বিঘ্নিত হবে। তাই পল্লী প্রগতি প্রকল্পটি সফলভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রকল্পের কাঙ্খিত সুফল দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর নিকট পৌঁছে দেয়ার প্রয়াসে স্বীয় ভূমিকা পালন করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হলো।

(এ এফ এম মতিউর রহমান)
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড।

বিতরণ ঃ

১। জেলা প্রশাসক.
.........................., (সকল)

২। উপপরিচালক, বিআরডিবি
..........................., (সকল)

৩। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা
.... (সকল)

৪। উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা
.... (সকল)

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি ঃ

১। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিকেবি/রাকাব।

সংযোজনী-১

গ্রাম কমিটি

গ্রাম কমিটির গঠন নিম্নরূপ ঃ

১।	ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য/মহিলা সদস্য	– চেয়ারম্যান
২।	ইউনিয়ন পরিষদের মহিলা সদস্য (যদি তিনি চেয়ারম্যান না হন)	– সদস্য
৩।	ব্লক সুপারভাইজার (কৃষি)	– সদস্য
৪।	পরিবার কল্যাণ সহকারী	– সদস্য
৫।	স্বাস্থ্য সহকারী	– সদস্য
৬।	সুফলভোগী প্রতিনিধি (ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক মনোনীত ৯ জন, যার এক তৃতীয়াংশ মহিলা)	– সদস্য
৭।	আনসার/ভিডিপি প্রতিনিধি	– সদস্য
৮।	শিক্ষক প্রতিনিধি (উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা কর্তৃক নির্বাচিত সর্বোচ্চ ৪ জন)	– সদস্য
৯।	গ্রাম সংগঠক (২ জন)	– সদস্য
১০।	প্রকল্পের মাঠ কর্মকর্তা (বিআরডিবি-র কর্মকর্তা)	– সদস্য সচিব

কমিটি প্রয়োজনবোধে যে কোন ব্যক্তি (বর্গ)/উপযুক্ত প্রতিনিধি (বৃন্দ)-কে সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট করতে পারবে এবং/অথবা যে কোন সংশ্লিষ্ট এজেন্সির পরামর্শ গ্রহণ করতে পারবে।

কমিটির সভা প্রতি পনর দিন অন্তর অনুষ্ঠিত হবে।

কমিটির কার্যপরিধি (টিওআর) ঃ

ক) প্রকল্প বাস্তবায়ন করা এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা;

খ) প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য কর্মপরিকল্পনা তৈরী করা;

গ) গ্রামের গ্রুপসমূহের দৈনন্দিন কার্যপরিচালনার জন্য নীতিমালা নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন করা;

ঘ) নিজ নিজ গৃহের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের জন্য সকল সরকারী/বেসরকারী কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণকে উদ্বুদ্ধ করা;

ঙ) প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে কার্যবণ্টন করা এবং সামাজিকভাবে সকলকে একত্রিত করার ব্যবস্থা নেয়া;

চ) গ্রামের সব গৃহকর্তা/গৃহকর্ত্রীগণকে নিয়ে প্রতি বৎসর অন্তত একটি সাধারণ সভার আয়োজন করা;

ছ) প্রকল্প সম্পর্কিত বিবিধ কার্যাবলী সম্পাদন করা।

ইউনিয়ন কমিটি

ইউনিয়ন কমিটির গঠন নিম্নরূপ ঃ

১।	চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদ	– চেয়ারম্যান
২।	সকল সদস্য, ইউনিয়ন পরিষদ (মহিলা সদস্য সহ)	– সদস্য
৩।	ব্লক সুপারভাইজার (১ জন, উপজেলা কৃষি অফিসার কর্তৃক মনোনীত)	– সদস্য
৪।	সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন স্বাস্থ্য পরিদর্শক	– সদস্য
৫।	পরিবার কল্যাণ পরিদর্শক	– সদস্য
৬।	আনসার/ভিডিপি প্রতিনিধি	– সদস্য
৭।	সুফলভোগী প্রতিনিধি (ইউনিয়ন কমিটি কর্তৃক মনোনীত ৯ জন, যার এক তৃতীয়াংশ মহিলা)	– সদস্য
৮।	শিক্ষক প্রতিনিধি (ইউএনও কর্তৃক নির্বাচিত ৪জন, যথা প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যামিক এবং মাদ্রাসা শিক্ষক)	– সদস্য
৯।	গ্রাম সংগঠক (২জন)	– সদস্য
১০।	ম্যানেজার, বিকেবি/রাকাব	– সদস্য
১১।	প্রকল্পের মাঠ কর্মকর্তা (বিআরডিবি-র কর্মকর্তা)	– সদস্য সচিব

কমিটি প্রয়োজনবোধে যে কোন ব্যক্তি (বর্গ)/উপযুক্ত প্রতিনিধি (বৃন্দ)-কে সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট করতে পারবে এবং/অথবা যে কোন সংশ্লিষ্ট এজেন্সির পরামর্শ গ্রহণ করতে পারবে।

কমিটির সভা প্রতি মাসে অন্ততঃ একবার অনুষ্ঠিত হবে।

কমিটির কার্যপরিধি (টিওআর) ঃ

ক) প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা এবং যথাসময়ে সুষ্ঠুভাবে প্রকল্প বাস্তবায়নের ব্যাপারে নির্দেশনা প্রদান করা;

খ) গ্রাম কমিটিসমূহের কার্যাবলী পরিবীক্ষণ, পর্যালোচনা এবং সমন্বয় করা;

গ) গ্রাম কমিটি কর্তৃক প্রণীত পরিকল্পনা অনুমোদন করা;

ঘ) প্রকল্পের কার্যাবলীকে সামাজিক আন্দোলনের উপাদান হিসাবে রূপান্তরকরণের পদক্ষেপ নেয়া;

ঙ) সরকার এবং অন্যান্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা বাস্তবায়ন করা।

সংযোজনী-৩

উপজেলা কমিটি

উপজেলা কমিটির গঠন নিম্নরূপ ঃ

১।	চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ	– চেয়ারম্যান*
২।	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা	– সদস্য
৩।	চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদ (সংশ্লিষ্ট)	– সদস্য
৪।	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা	– সদস্য
৫।	উপজেলা পশুপালন কর্মকর্তা	– সদস্য
৬।	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	– সদস্য
৭।	উপজেলা সমাজ কল্যাণ কর্মকর্তা	– সদস্য
৮।	ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, পুলিশ ষ্টেশন	– সদস্য
৯।	উপজেলা এডজুটেন্ট, আনসার ও ভিডিপি	– সদস্য
১০।	শিক্ষক প্রতিনিধি, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল (উপজেলা কমিটি কর্তৃক মনোনীত)	– সদস্য
১১।	সুফলভোগীদের প্রতিনিধি (উপজেলা কমিটি কর্তৃক মনোনীত)	– সদস্য
১২।	ম্যানেজার, বিকেবি/রাকাব	– সদস্য
১৩।	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা	– সদস্য সচিব

* উপজেলা চেয়ারম্যান দায়িত্ব গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত ইউএনও উপজেলা কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করবেন।

কমিটি প্রয়োজনবোধে যে কোন ব্যক্তি (বর্গ)/উপযুক্ত প্রতিনিধি (বৃন্দ) -কে সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট করতে পারবে এবং/অথবা যে কোন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/কর্তৃপক্ষের পরামর্শ গ্রহণ করতে পারবে।

কমিটির সভা প্রতি দুই মাস অন্তর অনুষ্ঠিত হবে।

কমিটির কার্যপরিধি (টিওআর) ঃ

(১) প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও পরিবীক্ষণ করা;
(২) উপজেলা পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট ডিপার্টমেন্টসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা;
(৩) ইউনিয়ন কমিটিসমূহের কার্যাবলীর সমন্বয় সাধন করা;
(৪) আন্তঃমন্ত্রণালয় ষ্টিয়ারিং কমিটি কর্তৃক প্রণীত বিভিন্ন নীতি বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
(৫) ইউনিয়ন কমিটির কার্যাবলী পর্যালোচনা করা;
(৬) সরকার/আন্তঃমন্ত্রণালয় ষ্টিয়ারিং কমিটির নির্দেশনা বাস্তবায়ন করা;
(৭) বিবিধ।

সংযোজনী-৪

আন্তঃমন্ত্রণালয় ষ্টিয়ারিং কমিটি

আন্তঃমন্ত্রণালয় ষ্টিয়ারিং কমিটির গঠন নিম্নরূপ ঃ

১।	সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	– চেয়ারম্যান
২।	নিবন্ধক, সমবায় অধিদপ্তর	– সদস্য
৩।	মহাপরিচালক, বিআরডিবি	– সদস্য
৪।	মহাপরিচালক, বার্ড, কুমিল্লা	– সদস্য
৫।	মহাপরিচালক, আরডিএ, বগুড়া	– সদস্য
৬।	প্রতিনিধি, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়	– সদস্য
৭।	প্রতিনিধি, স্থানীয় সরকার বিভাগ	– সদস্য
৮।	প্রতিনিধি, মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়	– সদস্য
৯।	প্রতিনিধি, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	– সদস্য
১০।	প্রতিনিধি, কৃষি মন্ত্রণালয়	– সদস্য
১১।	প্রতিনিধি, পরিকল্পনা কমিশন (আরআই উইং)	– সদস্য
১২।	প্রতিনিধি, অর্থ বিভাগ	– সদস্য
১৩।	প্রতিনিধি, আইএমইডি	– সদস্য
১৪।	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক (বিকেবি)	– সদস্য
১৫।	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক (রাকাব)	– সদস্য
১৬।	প্রতিনিধি, বিআইডিএস	– সদস্য
১৭।	প্রতিনিধি, পিকেএসএফ	– সদস্য
১৮।	প্রতিনিধি, গ্রামীণ ব্যাংক	– সদস্য
১৯।	প্রতিনিধি, ব্র্যাক	– সদস্য
২০।	প্রকল্প পরিচালক, পল্লী প্রগতি প্রকল্প	– সদস্য সচিব

মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের প্রতিনিধিগণ ন্যূনতম উপসচিব পদ মর্যাদার হবেন।

কমিটি প্রয়োজনবোধে যে কোন ব্যক্তি (বর্গ)/উপযুক্ত প্রতিনিধি (বৃন্দ) -কে সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট করতে পারবে এবং/অথবা যে কোন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/কর্তৃপক্ষের পরামর্শ গ্রহণ করতে পারবে।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

ষ্টিয়ারিং কমিটির সভা প্রতি তিন মাস অন্তর অনুষ্ঠিত হবে।

কমিটির কার্যপরিধি (টিওআর) ঃ

(১) প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা এবং যথাসময়ে সুষ্ঠুভাবে প্রকল্প বাস্তবায়নের ব্যাপারে নির্দেশনা প্রদান করা;

(২) সকল সেবা প্রদানকারী সংস্থার মধ্যে সমন্বয়ের অভাবে উদ্ভূত বিষয়গুলি চিহ্নিত করা এবং সুষ্ঠু সমন্বয় নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা;

(৩) প্রকল্পের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট এজেন্সিসমূহ কর্তৃক পেশকৃত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রিপোর্ট বিবেচনা করা এবং বাস্তবায়ন সংক্রান্ত যে সকল বিষয়ে নীতিগত/গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনাগত সংশ্লেষ রয়েছে সেগুলির ব্যাপারে নির্দেশনা প্রদান করা;

(৪) প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় অর্জিত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রকল্পটি ভবিষ্যতে পর্যায়ক্রমে সারাদেশে সম্প্রসারণের ব্যাপারে নীতিগত নির্দেশনা প্রদান করা।